

প্রশ্ন ৩। (ক) স্পিনোজার দ্রব্যের লক্ষণ হতে কি কি সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয়? (State clearly the consequences that follow from Spinoza's definition of substance.)

(খ) দৈশ্বর ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে তার ধারণা বিবৃত কর।

(গ) স্পিনোজা যেভাবে দ্রব্যের (Substance) লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তা

জরুর: (ক) স্পিনোজা যেভাবে দ্রব্যের (Substance) লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তা থেকে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে—(১) দ্রব্য অপর কোন দ্রব্য অথবা অন্য কিছু দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে না। এটি নিজেই নিজের কারণ (Causa Sui); (২) দ্রব্য দ্বয়ই অন্ত হবে, কারণ এটি অন্ত না হলে একে সীমিত করতে পারে এমন আর একটি বস্তু থাকবে এবং দ্রব্য এর উপর নির্ভরশীল হবে; (৩) দ্রব্য কেবলমাত্র একটিই হতে পারে, কারণ দুই বা ততোধিক দ্রব্য থাকলে তাদের স্বাতন্ত্র্যের হানি হবে; (৪) এক দ্ব্য শাস্ত বা কালাতীত হবে, কারণ, যেহেতু এটি অস্তিত্বের জন্য অপর কোন বস্তুর নির্ভর করে না, সেই হেতু এটি কোন বিশেষ সময়ে উৎপন্ন অথবা বিনষ্ট হতে পারে; (৫) দ্রব্য মুক্ত বা বন্ধনহীন, কারণ এটি অন্য কোন কারণের প্রভাবাধীন নয়।

(৬) দ্রব্য হল সমস্ত জিনিসের সারধর্ম (essence) এবং উৎপাদন কারণ (producing cause)। যেহেতু বিশের সব কিছুই দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, সেইহেতু তাদের উৎপাদন, স্থায়ী প্রভৃতি দ্রব্যনির্ভর।

(৭) দ্রব্য পরিবর্তনহীন। পরিবর্তিত দ্রব্য মূল দ্রব্য হতে পৃথক হবে। যেহেতু দ্রব্য একটি এবং সুনির্দিষ্ট, দ্রব্যের পরিবর্তন স্ববিরোধী।

(খ) স্পিনোজা দ্রব্যের যে লক্ষণ দিয়েছেন তা হল, “যা কেবলমাত্র নিজের উপর নির্ভরশীল এবং কেবলমাত্র নিজের সাহায্যেই যার ধারণা হতে পারে, অর্থাৎ যার জ্ঞানের জন্য অপর কোন বস্তুর জ্ঞান অপেক্ষিত নয়, তা-ই (পরম) দ্রব্য।” এই সংজ্ঞা বিশেষণ করলে দৈশ্বর ও প্রকৃতির সম্বন্ধের বিষয়ে আমরা ধারণা করতে পারব। তাঁর মতে দৈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের অনুকরণে বলা যায়, ‘একম অদ্বিতীয়ম’। দৈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। স্পিনোজা মনে করেন, দৈশ্বর স্বয়ম্ভু, শাস্ত এবং স্ফুর্ত (“..... it is primal being, the cause of itself and of all.”)। শার্করিকভাবেই প্রশ্ন হল জগৎ বা প্রকৃতির সঙ্গে দৈশ্বরের কী সম্পর্ক? দার্শনিক স্পিনোজার মতে “দ্রব্য প্রকৃতি অথবা দৈশ্বর”; তিনটি পদ দ্রব্য, প্রকৃতি, দৈশ্বর একই সত্ত্বার ধর্তৃ।^৮ বিশে দ্রব্যই একমাত্র প্রকৃত সত্ত্বা ‘fundamental reality in the

^৮ “This substance is thus seen to be Nature or God; the three terms, Substance, Nature, God, denote the same being.” — W. K. Wright.

‘universe’। ঈশ্বর অনন্ত গুণবিশিষ্ট অসীম দ্রব্য। তিনি ব্যক্তি, বস্ত্র বা মনের সঙ্গীমতার অনেক উর্ধ্বে। ঈশ্বর সমস্ত প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কারণ (immanent cause) এবং যৌক্তিক ভীত (logical ground)। স্পিনোজা ধর্মবিশ্বাসী হলেও বিজ্ঞান-নির্ভর। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছেন এবং ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধারণার পরিবর্তন পর্যন্ত করেছেন।^{১০} ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেননি। তিনি নিজেই বিশ্ব, বস্ত্র, নিজেই মন।^{১১} প্রযৰ্থ করেছেন। ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেননি। তিনি নিজেই বিশ্ব, বস্ত্র, নিজেই মন।^{১০} যেহেতু ঈশ্বর পূর্ণ (perfect), তিনি (প্রকৃতিসহ) সর্বময় (all inclusive)। এক (ঈশ্বর) থেকে অনেক (many from the one); শাশ্঵ত ('the eternal') হতে বিকার (modes) নিঃসৃত হয়েছে। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করেননি। স্পিনোজা মনে করেন ঈশ্বরই সব (“God is all”) এবং সবই ঈশ্বর (“all is God”))। এইভাবে স্পিনোজা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ঈশ্বরই হলেন একমাত্র সক্রিয় নীতি এবং প্রকৃতি হল নিষ্ক্রিয় নীতি। প্রকৃতির বিশেষ জিনিসগুলি যা সঙ্গীম এবং ক্ষণস্থায়ী সেগুলিও ঈশ্বর।”^{১১} দার্শনিক হেগেলকে অনুসরণ করে “বলতে হয় ‘স্পিনোজার ঈশ্বর অ্যাসোপের উপকথার (Aesop’s fable) সিংহের গুহা (lion’s den) যেখানে প্রাণীদের যাওয়ার পদচিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু ফিরে আসার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।’”^{১২}

দেকার্তে বলেছেন, দ্রব্য = ঈশ্বর; ব্রুনো (Bruno) বলেছেন ঈশ্বর = প্রকৃতি। কিন্তু স্পিনোজা সমীকরণ (equation) দুটিকে একত্রিত করে বলেছেন, দ্রব্য = ঈশ্বর = প্রকৃতি। ঈশ্বরে সব কিছু বিলীন হয়, কিন্তু ঈশ্বর শাশ্বত। একের মধ্যে বহুত্বের ব্যাখ্যায় স্পিনোজার প্রচেষ্টা সাধুবাদার্থ।

-
৯. “Spinoza bravely sought to base his religion on science and to find his God in the laws of nature, so he revised his conception of God to make it conform with those laws.”—W. K. Wright.
 ১০. “God is the immanent cause of the world in the sense that He is its logical ground or substance. He did not make the world; He simply is the world. Yet God is also mind;.....”—W. K. Wright.
 ১১. “Spinoza calls God, thus conceived, Natura naturans (“nature naturating”, the active principle), that is, nature bringing the separate things in the world into existence; these latter are Naturea naturata (the passive principle) particular things as we know them, separate from one another, and transitory in duration; they, too, are God.”—W. K. Wright.
 ১২. “Hegel says that Spinoza’s God is like the lion’s den in Aesop’s fable; one can see the tracks of all the animals going into the den, but none of any coming out!”—W. K. Wright.